ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থ

ইয়োব ৯-১০ অধ্যায়

যখন কেউ এমন কোনও কারণে আপনাকে ভুল বোঝে, যা আপনি জানেন না, তখন তা সহ্য করা খুবই কঠিন। তাই, ইয়োবের বন্ধুরা যদিও তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, কিন্তু বাস্তবে তারা ইয়োবকে সবথেকে মারাত্মক পরীক্ষায় ফেলেছে। প্রথমে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ইলীফস তার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা রেখেছিল (৪, ৫ অধ্যায়), যা ইয়োবকে রাগিয়ে দিয়েছিল, তিতিবিরক্ত করেছিল। এরপর বিল্‌দদ ঈশ্বরের ধার্মিকতার দোহাই দিয়ে (৮ অধ্যায়) ইয়োবকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ৯ ও ১০ অধ্যায়ে ইয়োব বিল্‌দদের এই বক্তব্যের উত্তর দিয়েছে। ইযোবের এই উত্তরের মধ্যে যথেষ্ট হতাশা ফুটে উঠেছে।

৮:৩ পদে, বিল্‌দদ ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের কথা উল্লেখ করে বলেছিল, *"ঈশ্বর কি বিচারবিরুদ্ধ কাজ করেন?"* বিল্‌দদ এই প্রশ্নের দ্বারা এর নেতিবাচক উত্তরকেই নির্দেশ করেছে; অর্থাৎ, ঈশ্বর কখনও বিচার-বিরুদ্ধ কাজ করেন না। ইয়োব তার উত্তর বিল্‌দদের এই কথা দিয়েই শুরু করেছে ও বলেছে যে ইয়োবও এবিষয়ে বিল্‌দদের সঙ্গে একমত, *"আমি নিশ্চয়ই জানি, তাহাই বটে"* (৯:২ক)। ৯:২ পদের শেষাংশে ইয়োব এই কথাকে আরও স্পষ্ট করে বলেছে, *"ঈশ্বরের কাছে মানুষ কি প্রকারে ধার্মিক হতে পারে?"* এই কথার দ্বারা ইয়োব ইলীফসের বক্তব্যকেও সমর্থন করেছে, *"ঈশ্বর অপেক্ষা মানুষ কি ধার্মিক হতে পারে? নিজ নির্মাতা অপেক্ষা মানুষ কি শুচি হতে পারে?"* (৪:১৭)।

৯:৪-১০ পদে, ইয়োব তার এই বক্তব্যের পেছনে বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছে। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, ক্ষমতা, ক্রোধ, এবং মহান মহান কাজের কথা ইয়োব উল্লেখ করেছে। *"তিনি চিত্তে জ্ঞানবান ও বলে পরাক্রান্ত"* (৪ পদ), *"তিনি পর্বতদের স্থানান্তরিত করেন"* (৫ পদ), *"তিনি পৃথিবীকে তারস্থান থেকে কম্পমান করেন"* (৬ পদ), *"তিনি একাকী আকাশমণ্ডল বিস্তার করেন"* (৮ পদ), *"তিনি সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং দক্ষিণের নক্ষত্ররাজির নির্মাতা"* (৯ পদ), *তিনি মহৎ মহৎ কাজ করেন, যা সন্ধানের অতীত; আশ্চর্য কাজ করেন, যার সংখ্যা নাই"* (১০ পদ)।

এই যে ঈশ্বর এত মহান, তাঁর উপর ইয়োব কি কোনও প্রকার ছাপ ফেলতে পারে? ইয়োব স্বীকার করেছে, *"তিনি আমার সামনে দিয়ে যান, কিন্তু আমি তাঁকে দেখতে পাই না; তিনি আমার কাছ দিয়ে চলেন, কিন্তু আমি তাঁকে চিনতে পারি না"* (১১ পদ)। অর্থাৎ, বিল্‌দদ ইয়োবকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত সত্য কথা বলেছে, ইয়োবও তা বিশ্বাস করে; কিন্তু ইয়োবের বর্তমান পরিস্থিতি সেই সমস্ত বিষয়ের বাস্তব উপলব্ধিতে বাধা দিচ্ছে, ঐ সমস্ত সত্য ইয়োবকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ১৩ পদে ইয়োব গর্ব্বীয় সহায়দের উপর ঈশ্বরের আধিপত্যের কথা বলেছে। গর্ব্বীয় *(Rahab)* হল লিবিয়াথন *(Liviathan)* (৩:৮, ৪০:২৫-৪১:২৬) বা তিমির *(Tamin)* (৭:১২; আদি ১:২১; গীত ৭৪:১৩) মতো বৃহৎ কাল্পনিক সামুদ্রিক জীব। এদের কথা ইস্রায়েলের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন পরজাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাই, এদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তি হিসাবে চিন্তা করা হত। কিন্তু এদের বিরুদ্ধেও ঈশ্বরকে জয়লাভকারী বলে স্বীকার হত। এরদ্বারা ইয়োব বলতে চেয়েছে, যেখানে গর্ব্বীয় ও তার সহকারীরাও ঈশ্বরের পদতলে নত হয়, সেখানে ইয়োব ঈশ্বরের আদলতে কীভাবে দাঁড়াবে? তাই, ইয়োব স্বীকার করে বলেছে, *"বিক্রমের বলের কথা হলে, দেখ, তিনি বিক্রমী; বিচারের কথা হলে, কে আমার জন্য সময় নিরূপণ করবে?"* (১৯ পদ)। তাই, ইয়োব যদিও জানে যে সে নিজে ধার্মিক, কিন্তু নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে ইয়োব কিছুই বলতে পারে না; সে কেবল ঈশ্বরের কাছে বিনতির দ্বারা করুণা ভিক্ষা করতে পারে (১৫ পদ)।

ইয়োব আরও বলেছে, ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান, তিনি সিদ্ধ ও দুর্জন উভয়কে সংহার করেন (২২ পদ)।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তাই, ইয়োবের যুক্তি হল, *"আমাকেই দোষী হতে হবে, তবে কেন বৃথা পরিশ্রম করি?"* (২৯ পদ)। অর্থাৎ, ইয়োবের ক্রোধ এখন হতাশায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখন ইয়োব যে যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে, তা কখনও ঈশ্বরের বিনা অনুমতিতে ঘটেনি। এই কথা যখন ইয়োব উপলব্ধি করেছে, তখন তা তার ঈশ্বরের প্রতি ইয়োবের বিশ্বাসকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ইয়োব যদি ন্যায়বিচারক ঈশ্বরে বিশ্বাস না করত, তাহলে ইয়োবের পক্ষে এ সমস্ত যন্ত্রণা স্বীকার করা সহজ হত। কিন্তু ইয়োব ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে, তাই নিজের প্রতি এমন ঘটনা দেখে ইয়োব হতাশাগ্রস্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

ইয়োবের এই হতাশা দেখে আমরা যেন ইয়োবকে ভুল না বুঝি। কারণ, আজকের দিনে বিশ্বাসী আমরাও অনেক সময় একই প্রকার অনুভতি লাভ করে থাকি। অসুস্থতা, পরাজয় বা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঈশ্বরের সান্নিধ্য সম্বন্ধে অনেক সময় আমাদের সন্দেহ করতে বাধ্য করে। ফলস্বরূপ, আমরা তাঁকে ভুলে যাই, বা এই ভাবি যে তিনি আমাদের ভুলে গেছেন। এমন অনুভূতির প্রকাশ আমরা বিভিন্ন গীতেও দেখতে পাই, *"হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?"* (গীত ৪২:৫); *"হে সদাপ্রভু, তুমি কেন আমার প্রাণকে পরিত্যাগ করেছ? আমার থেকে কেন তোমার মুখ লুকিয়েছ?"* (গীত ৮৮:১৪); *"আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করে কোঁকাইতেছি,..প্রভু কি চিরকালের জন্য ত্যাগ করিবেন?"* (গীত ৭৭:৩, ৭)।

এগুলি ঈশ্বর-ভক্তদের সত্য উপলব্ধি। আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু ইয়োবের পুস্তক আমাদের কাছে যে প্রকৃত নিশ্চয়তা দেয়, তা হল, ইয়োবের ব্রত ক্রোধ বা দুর্দশা বা নিরাশা সত্ত্বেও, পরিশেষে ঈশ্বর ইয়োবের প্রশংসা করেছেন। এই পুস্তকের শেষ প্রান্তে এসে আমরা উপলব্ধি করব যে, ইয়োব এমন উপলব্ধি করে কোনও ভুল করেনি। অর্থাৎ, খ্রীস্ট যীশুতে পিতা ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে প্রেম করেছেন, তা থেকে আমাদের কোনও আচরণই পৃথক করতে পারবে না। রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ পদে পৌল আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই প্রেমের গভীরতাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

৯ অধ্যায়ে শেষের দিকে, ইয়োবের এই হতাশার মধ্যে অবশ্য সামান্য আশার আলো দেখতে পেয়েছে। এই আশা বা ইচ্ছার কথা বলতে গিয়ে ইয়োব চিৎকার করে জানিয়েছে, *"আমাদের মধ্যে যদি এমন কোনও মধ্যস্থ থাকত, যিনি আমাদের উভয়ের উপরে হস্তার্পণ করবেন; যিনি আমার উপর থেকে ঈশ্বরের দণ্ড দূর করবেন; যার দ্বারা তাঁর ভীষণতা আমাকে ব্যাকুল করবে না"* (৯:৩৩-৩৪)। অর্থাৎ, এই বিবাদ বা সমস্যার মীমাংসা পেতে ইয়োব একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা সালিসের *(umpire, arbitrator)* উপস্থিতি চাইছে। ন্যায়বিচার সাধনের জন্যই ইয়োব এই নিরপেক্ষ ব্যক্তির উপস্থিতি কামনা করছে। কিন্তু সালিসের উপস্থিতি কামনা করে ইয়োব যে আশার কথা বলেছে, তা বেশি সময় থাকেনি। কারণ, ১০:১ পদে ইয়োব আবার তিক্ত সুরে তার দুর্দশাকে প্রকাশ করেছে, *"আমার প্রাণ জীবনে ক্লান্ত হয়েছে; আমি আমার দুঃখের কথা মুক্ত কণ্ঠে বলব, আমি প্রাণের তিক্ততায় কথা বলব।"* ১০ অধ্যায়ে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাই ইয়োবের বিলাপ আমাদের চোখে পড়ে।

ইয়োব আবার নিজের প্রতি যা ঘটেছে, তার জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছে- ঈশ্বর ইয়োবকে নিজের হাতে নির্মাণ করেছেন, কিন্তু কেন? ১০:৮ পদে ইয়োব প্রতিবাদ করে বলেছে, *"তোমার হাত আমাকে গড়েছে, নির্মাণ করেছে, আমার সমস্ত শরীর সুসংযুক্ত করেছে, তুবও তুমি আমাকে সংহার করছ।"* এখানে, মানুষের উৎপত্তি তথা প্রজনন পদ্ধতিতে ঈশ্বরের অংশগ্রহণকে ইয়োব খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছে। ভ্রূণের জীবনের শুরুর প্রথম মুহূর্ত থেকে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়া পর্যন্ত ইয়োব নিজের জীবনে ঈশ্বরের দান, চিন্তা ও আগ্রহ উপলব্ধি করেছে। *"তুমি মাটির পাত্রের ন্যায় আমাকে গড়েছ,...তুমি আমাকে দুধের মতো ঢেলেছ, ছানার মতো তুমি আমাকে ঘনীভূত করেছ। তুমি আমাকে চামড়া ও মাংস পড়িয়েছ; হাড় ও শিরা দিয়ে আমাকে বুনেছ। তুমি আমাকে জীবনদান ও দয়া করেছ; তুমি আমার আত্মার পালন করে চলেছ।"* ইয়োবের এই বর্ণনা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, গর্ভাবস্থা থেকেই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের শুরু। এই কারণে,

বিশ্বাসী আমরা কখনও ভ্রূণ হত্যাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। গীত ১৩৯:১৩-১৪ পদে দায়ূদও ইয়োবের ন্যায় একই কথা বলেছে, *"বস্তুত, তুমিই আমার মর্ম রচনা করেছ; তুমি মায়ের গর্ভে আমাকে বুনেছিলে। . . . আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত।"*

অর্থাৎ, নিজের জীবনের শুরুতে ঈশ্বরের হাতের উপস্থিতিকে ইয়োব পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু এই সত্যকে স্বীকার করা সত্ত্বেও ইয়োব নিজের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তার সৃষ্টিকে সময় নষ্ট জ্ঞান করেছে। কারণ, ইয়োব এখন যে দুর্দশা ভোগ করে চলেছে, তাতে তার মায়ের গর্ভে মৃত্যু হলেও ভালো ছিল বলে হচ্ছে। তাই, ১০:১৮-১৯ পদে, আমরা পুনরায় ইয়োবকে একই প্রশ্ন করতে দেখি, *"কেন আমাকে গর্ভ থেকে বের করেছিলে? আমি সেখানে মারা যেতাম, কেউ আমাকে দেখতে পেত না। আমি অজাতের মতো থাকতাম, জঠর থেকেই কবরে যেতাম।"*

৯ ও ১০ অধ্যায় থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের ক্রোধের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ইয়োব নিজের জীবনে ভোগ করে চলেছে। কিন্তু ইয়োব মনে মনে একথাও জানে যে, তাকে এভাবে শাস্তিদান কখনও ন্যায্য নয়। কিন্তু ইয়োবের শাস্তিদানকারী তথা ইয়োবের প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা ইয়োবের থেকে এত বেশি যে ইয়োবের পক্ষে তার বিরুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। এখন ইয়োব যেহেতু জানে যে, সে কোনও ভাবেই ঈশ্বরের সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারে না, তাই সে এমন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির কামনা করেছে, যে উভয়ের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করতে পারে। এর দ্বারা, ইয়োব স্বীকার করেছে যে, কোনও ব্যক্তির পক্ষে, সে যতই ধার্মিক হোক না কেন, পবিত্র ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাই, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হলে, আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে একজন উকিলের *(advocate)* প্রয়োজন। এখানে ইয়োবের এই চিন্তা নতুন নিয়মের শিক্ষার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। কারণ, নতুন নিয়ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যীশু খ্রীস্ট, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ (১ তীম ২:৫, ৬)।

কিন্তু এমন কোনও মধ্যস্থের সন্ধান না পেয়ে, ইয়োব পুনরায় তার বিলাপের প্রতি ফিরেছে। ইয়োব ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করেছে এবং নিজের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ইয়োব ঈশ্বরের কাছে তত্ত্বাবধান আশা করেছে এবং তার জীবনের শেষ কয়েকটি দিন ইয়োব এই দুর্দশা থেকে মুক্তি কামনা করেছে। অর্থাৎ, এখানে আমরা ইয়োবকে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার ইচ্ছার কথা দেখতে পাচ্ছি। এটাই ইয়োবের সমস্ত হতাশার মধ্যে একমাত্র আশার আলো। কিন্তু ঈশ্বর যেভাবে ইয়োবের প্রতি এই দুর্দশাকে অনুমতি দিয়েছেন, তাতে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে ইয়োব প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছে। ইয়োবের মনের মধ্যে এই দুই-এর মধ্যে (একদিকে, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং অন্যদিকে, ইয়োবের দুর্দশা) বিবাদ ক্রমশ তার বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পেতে চলেছে। এই কারণেই, বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন উপমার কথা আগামী অধ্যায়গুলিতে আমাদের চোখে পড়বে, এবং শেষে ৩১ অধ্যায়ে, ইয়োব নিজের নির্দোষ শপথ করবে। কিন্তু ইয়োব কেন এই পথ বেছে নিয়েছে? ইয়োব জানে তার জীবনে সব থেকে বড় প্রয়োজন কী। ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় নতুন সহভাগিতা ও অর্থপূর্ণ জীবন লাভই ইয়োবের একমাত্র লক্ষ্য; তাই, ইয়োব এই পথ বেছে নিয়েছে।

বিশ্বাসী আমরাও অনেক সময় আমাদের জীবনে শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার সময় কাটাতে পারি। তখন আমরাও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সন্দিহান হতে পারি। আমরা কী করব বা কার কাছে যাব, তখন আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আমরা যেন মনে রাখি, ইয়োব আমাদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্দশা ভোগ করেছিল। তার পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করার জন্য সে যদিও সেই মুহূর্তে কোনও মধ্যস্থের সন্ধান পায়নি; আমরা আমাদের পক্ষে খ্রীস্টকে পেয়েছি, যিনি আগেই আমাদের পাপের পরিত্রাণার্থে নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত বলি করে উৎসর্গ করেছেন। আমরা যেন তাঁর প্রতিজ্ঞাকে ভুলে না যাই, *"আমি কোনও ক্রমে তোমাকে ছাড়ব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করব না"* (ইব্রীয় ১৩:৬)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)